www.mukto-mona.com

Dear Muktomonas,

Today 31st December, 2003 is the 14th death anniversary of Moni Singh, legendary revolutionary leader of Bangladesh. I want to share my tribute with you to this great son of Bangladesh through this small article.

First time I wrote in Bangla for MM forum. The attached file is in pdf format. My sincere apology to those readers who do not have the access to Bengali language and do not have 'adobe acrobat reader'.

Let us bid a grand farewell to the year 2003 and welcome the New Year 2004.
A happy new year to you all

With regards,

Ajoy Roy
Dhaka, 31st December, 2003

কমরেড মণি সিং ঃ একটি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

-অজয় রায় *

৩১ শে ডিমেম্বর, ২০০৩। আজ থেকে ১৩ বছর আগে বাংলাদেশের প্রবাদ প্রতিম মানুষ, এদেশের সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক-কৃষক জনতার হৃদয়ের কাছাকাছি থাকা আপন জন- কৃষক-বিদ্রোহের কিংবদন্তীর নায়ক কমরেড মনি সিং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। তারিখটি ছিল ১৯৯০' এর ৩১শে ডিসেম্বর, কনকনে শীত। তাঁর দীর্ঘ কর্মময় ও বিপলবী জীবনের অবসানে আমরা শুধু

শোকাহত হইনি, আরও শীতার্ত বোধ করছিলাম, এক ধরণের হতাশায়, এক ধরণের বিষন্নতায, এক ধরণের নিঃসহায়তা বোধে। অনেকটা দিশেহারা। কারণ একটাই, বাংলাদেশ তখন বিপরীত স্রোতগামী, সামরিক এক শাসকের এক উচচারণে সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্রের অর্থ বদলে গেছে, বলা হল '.. and Socialism meaning economic and social justice, ... ', সেক্যুলারিজম পরিণত হল নিষিদ্ধ শব্দে, জাতিয়তাবাদের অর্থেও অনুপ্রবিষ্ট হল বিশেষ ধর্মীয় ঝোক, সবশেষে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী আর এক সামরিক শাসক সংবিধানকে ধর্মীয় লেবাস পড়ালেন -- সংবিধানের ২ক ধারায় 'রাষ্ট্র ধর্মের' সংযোগন ঘটিয়ে' The state religion of the Republic is Islam, but other religion may be practiced in peace and harmony in the Republic.

এতবড় মানুষটির বিশাল কর্মকান্ড এতই বিপুল, ব্যাপক ও বৈচিত্রময় যে তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য যে বৈদগ্ধ লাগে তা আমার নেই। আমার মত নিরতিশয় ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা কেবল শ্রদ্ধাই জানাতে পারে। এর বেশী নয়। আমাদের জাতীয় জীবনের এই অবিস্মরণীয় ব্যক্তিটি জন্মেছিলেন ২৮শে জুলাই, ১৯০১ বিংশ শতাবদীর সুচনা লগ্নে, কোলকাতায়। পিতৃকুল সাধারণ মধ্যবিত্ত হলেও মাতৃকল ছিলেন অভিজাত, বর্তমানে নেত্রকোনা জেলান সুসং দুর্গাপরের জমিদার। পিতৃবিয়োগ হলে এই এলকাকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন নিজ কর্মভুমি হিসেবে। টংক ও নানকার প্রথার বিরূদ্ধে কৃষকদের মধ্যে সহকর্মী নগেন সরকারকে নিয়ে গড়ে তুললেন দুর্বার আন্দোলন যা তাকে কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত করল।

এই পথ বেয়েই এল ছেচলিলশের তেভাগা আন্দোলন - যা আমি ছোট বেলায় দিনাজপুরে দেখেছি অতি কাছ থেকে। তখন বাবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হয়েও জড়িয়ে পড়েছিলেন উকিল হিসেবে, সমাজহিতৈষী হিসেবে এই আন্দোলনের কর্মী ও নেতাদের সাথে। বন্দী শত শত কৃষক-কিষানীদের জামিন গ্রহণ আর মামলা পরিচালনায় বাবার দেখতাম শত ব্যস্ততা। আমাদের বাসাটি হয়ে উঠেছিল তেভাগা আন্দোলন অংশগ্রহণকারীদের একটি চটি। মাকে দেখতাম হাড়ি হাড়ি ভাত-ডাল রান্নার তদরকিতে ব্যস্ত। আমার এক কাকা 'বিভুতি কাকা' কংগেস কর্মী হয়েও এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন, বাবার বন্ধু হাজি দানেশ ও আমাদের আর এক আত্মীয় গুরদাশ তালুকদার তো ছিলেন তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। এছারা ছিলেন কৃষকনেতা রূপনারায়ন রায়, গভীর রাতে বাবার কাছে আসতেন মামলা পরিচালনার জন্য শলা-পরামর্শ করতে। এঁদের কাছেই পরবর্তীকালে অনেক কাহিনী শুনেছিলাম কিংবদন্তীর নায়ক মণি সিংয়ের কথা। অবাক হয়েছিলাম। ৪৬'এর পথ ধরেই এল ৪৮'র নাচোল বিদ্রোহ ইলা মিত্রের নেতৃত্বে।

বয়সের হিসেবে তিনি আমার পিতার বয়সী। কিন্তু পঁচাত্তরের মর্মান্তিক ঘটনার পুর্বেও তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য তারুন্যের অধিকারী। আমি হিসেব মেলাতে পারছিলাম না, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি ছিলেন সস্ত্রীক সোবিয়েৎ দেশ ভ্রমনে। কিছুদিন পরে দেশে ফিরে তাঁর বিদ্ধস্ত জড়াক্রান্ত দেহ দেখে নীরবে কেঁদেছিলাম। ফিরে আসবেন জানতাম, কারণ বিপ-বীরা দেশের ক্রান্তি লগ্নে দেশ থেকে দুরে থাকতে পারেন না। তাঁর কাছেই পরে শুনেছিলাম ওখানকার পার্টির সদস্যরা তাঁকে ঐ সময় দেশে ফিরতে দিতে চান নি, তাঁর জীবনাশঙ্কায়। তবু তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন, নতুন করে পার্টির হাল ধরেছিলেন দেশের পরিবর্তিত এক রৈরী পরিবেশে। সবসময়ই ছিল জীবনের আশঙ্কা, একান্ত ব্যক্তি আলাপচারিতায় হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন "যেখানে শেখ সাহেবের মত ব্যক্তিকে, বাংলাদেশের স্থপতিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় সপরিবারে, সেখানে আমার মত কম্যুনিস্টকে হত্যা করতে তাদের হাত বিন্দু মাত্র কাঁপবে না।" তাঁর এবং তাঁর পার্টির নীতির জন্য দিনের পর দিন তিনি সমালোচিত হয়েছিলেন, শত সহস্রবার তাঁর প্রতি কটুক্তি ও নিন্দাবানী ও ঘৃনা ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর সমালোচকরা। এই কাজে শুধু ধর্মীয় মৌলবাদীরা নয়, বাম ও অতিবাম বলে পরিচিত মহলটিও কম সোচার ছিলেন না। সেদিন, হলিডে'তে দিনের পর দিন তাঁর প্রতি বর্ষিত হয়েছে কটুবানী, এমনকি তাঁর দেশপ্রেমের প্রতিও কটাক্ষ করা হয়েছে। নিরন্তর বলা হত 'রুশ ভারতের ' দালাল। সেদিনগুলির কথা ভুলি কি করে। অথচ কেউ ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা, ত্রিশের দশকের কৃষক আন্দোলন সংগঠিত ও কৃষক সভা গঠনে তাঁর সংগ্রামী ভুমিকার কথা, সর্বোপরি তৎকালীন বাংলাদেশে মেহনতি মানুষের সংগঠন কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনে ও কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে বেগবান করে তোলায় তাঁর অত্যুজ্বল অবদানের কথা, সর্বোপরি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবিস্মরণীয় নেতৃত্বের কথা, পার্টির নেতৃত্বে ও ন্যাপের এবং ছাত্র ইউনিয়নের সহযোগিতায় স্বতন্দ্র সশস্ত্র গণবাহিনী গঠন ইত্যাকার ভুমিকার কথা তাঁর নিন্দুকরা অবলীলায় ভুলে গিয়েছিলেন। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের মুাক্তযুদ্ধের কৌশল ও পররাষ্ট্র নীতি নির্দ্ধারনে তিনি প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দিন আহমদকে পরামর্শ দিয়ে অনন্য ভুমিকা পালন করেছিলেন। আমাদের মুাক্তযুদ্ধের প্রতি সোবিয়েৎ দেশ ও পুর্ব ইউরোপীয় দেশসমুহের সক্রিয় সহযোগিতা তাঁর ব্যক্তিগত ও তাঁর পার্টির ভুমিকার অবিস্মরনীয় ফসল।

তিনি পার্টির সবার কাছে হয়ে উঠেছিলেন 'বড়দা'। কমরেডদের কাছে ছিলেন 'মণিদা'। তিনি সত্যিকার অর্থে, শুধু পার্টির সদস্যদের কাছে নন, সারা দেশবাসীর কাছে ছিলেন এক অত্যুজ্বল 'মণি', এক উজ্বল রত্ন।

আমার সাথে প্রথম পরিচয়টি ঘটেছিল ১৯৬৯'এর গণঅভ্যুত্থানের পটভুমিতে, যতদুর মনে পড়ে। আমি তখন ৬৮-৬৯'এর ৬-দফা ১১-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার আন্দোলনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছি। খুব সম্বভত ফেব্রুয়ারীতে শেখসাহেবের মুক্তিদানের ২/১ দিন পড়েই (যদি স্মৃতি বিভ্রান্ত না করে) তাঁকেও ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়নের কতিপয় আমার পরিচিত কর্মীদের কাছে খবর পেয়ে ওদের সাথেই গিয়েছিলাম জেল গেটে সন্ধ্যেবেলা। হাজারো জনতার মাঝে, দুর থেকে ট্রাকে মাল্যশোভিত কিংবদন্তীর নায়ক'কে দেখলাম তাঁর অনেক সহকর্মীর ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের সাথে। দেখলাম আর বিনম্র প্রণতি জানালাম ছোটবেলা থেকে নাম শোনা এই মানুষটিকে। কল্পনার সাথে মেলে নি, কলপনায় ছিল তিনি হবেন শ্যামবর্ণ শালপ্রাংশু দীর্ঘদেহী , অনেকটা তেভাগা আন্দোলনের মাঠ-নেতা খাপরা ওয়ার্ডের শহীদ কম্পরাম সিং'এর মতই। দেখলাম আমার মতই হ্রস্বদেহী গৌড় বর্ণ রাজপুত্রের মত। ভেবেছিলাম তিনি হবেন রাবণি মেঘনাদের মত, কিন্তু দেখলাম ক্ষীণদেহী সৌমিত্র লক্ষণের মত। হতাশ কি হয়েছিলাম, হয়তো। কিন্তু হতাশা বেশী দিন ছিল না, পরিচয়ের পর পরই আমার সব ভ্রান্তি দূর হয়েছিল নিমেষে। অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় নি দেখতে নরম ও নম্র হলে কি হবে ভেতরাটা আগুন দিয়ে তৈরী, কি বজ্রকঠিন। দেখলাম প্রথম যৌবনের কোলকাতা মেটিয়াবুরুজের শ্রমিকদের প্রিয় রাজপুত্র, বৃহত্তর মৈমনসিংহের উত্তরাঞ্চলের গাড়ো হাজং কৃষকদের নয়নমণি টংক ও নানকার কৃষক-আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ, যিনি রাশমনি হাজং' এর মত শত শত কৃষক নেতা-নেত্রীর স্রষ্টা, যাঁকে ধরবার জন্য ব্রিটিশ ও পাক-পুলিস হিমসিম খেয়েছে বছরের পর বছর, বাংলার কৃষকদের সেই মণি-মহারাজকে। অভিভুত কি হয়েছিলাম ! জেল গেট থেকে মিছিল করে ট্রাকে করে তিনি এলেন শহীদ মিনারে, সঙ্গে হাজারো জনতার ঢল। শহীদ মিনারেও তখন আম জনতা-জনতায় ছয়লাব। শহীদ মিনারে পুস্পার্ঘ্য প্রদান করলেন, জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গীমায়। যতদুর মনে পড়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বললেন, "আমার দীর্ঘ চলি-শ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এমন গণ অভ্যুত্থান আগে কখনও দেখি নি। আয়ুব সরকার চিরদিন আমাদের জেলে আটকে রাখতে চেয়োছল, কিন্তু তাদের সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। এ জয় অপনাদের সংগ্রামের জয়।" মুহুর্মুহু করতালিতে উচ্ছসিত জনতা ফেটে পড়েছিল। দুদিন আগেও ছাত্র-জনতার শে-াগানে উচকিত ছিল রাজপথঃ

"জেলের তালা ভেঙেছি,
শেখ মুজিবকে এনেছি।

জেলের তালা ভেঙেছি,
মতিয়া রাশেদ'কে এনেছি।

জেলের তালা ভাঙব,
মণি সিং'কে আনব।

সেই শে-াগান মুহূর্তে রূপান্□রিত হল লাখো জনতার কণ্ঠে " মণি সিংকে এনেছি, জেলের তালা ভেঙেছি। জেলের তালা ভেঙেছি, জেলের তালা ভেঙেছি, জেলের তালা ভেঙেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি, ... ।

কিছুদিন পর তাঁর সাথে পরিচয় হবার দুর্লভ সুযোগ এল। বিশ্ব বিদ্যালয়ের আমার একজন কম্যূনিষ্ট বন্ধু (আমি তখন জানতাম না; তিনিও জানতেন না আমার সাথে পার্টির কোন যোগাযোগ রয়েছে) নিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ওয়ারী এলাকার কোন বাসায়। সেখানে অরও ২/১ জন পার্টির নেতা ছিলেন সম্ভবত কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তীও। আমি সর্বকালেই এবং এখনও বড় মানুষদের মুখোমুখি হতে ভয় পাই, আরষ্ট হয়ে পড়ি। এবারেও একই আবস্থা, আমার মুখে কথা নেই, যাকে বলে নট নড়ন চড়ন। পরিচিত হতেই তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন 'আমি আপনাকে জানি, পরিচিত হয়ে লাভবান হলাম।' আমি তাঁর ভুল ভাঙানোর জন্য বলেছিলাম 'আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সধারণ শিক্ষক, পার্টির কেউ নই।' আমি ভেবেছিলাম তিনি আমাকে পার্টির অজয় রায়ের (মৈনমনসিংহের) সাথে হয়তো গুলিয়ে ফেলেছেন। প্রসঙ্গতঃ মৈনমনসিংহের অজয় দার সাথে তখনও আমার পরিচয় ঘটে নি (বর্তমানে কম্যুনিষ্ট কেন্দ্রের নেতা)। মৃদু হাসলেন, যোগ করলেন, জ্ঞান দা'র দিকে চোখ রেখে 'আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে আমার জানা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আপনার কর্ম তৎপরতার সাথে।' আপনি তো আমাদেরই কাজ করছেন বাইর থেকে। বলা বাহুল্য আমি লজ্জায় মরে যাচিছলাম অত বড় মানুষটির সামনে। আমি শুধু কোনক্রমে বলেছিলাম, 'আমি দিনাজপুরের কৃষকনেতা হাজি দানেশ সাহেবের স্নেহভাজন ছাত্র ছিলাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজে, আর উত্তর বঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের নেতা কমরেড গুর□দাস তালুকদার আমার জেষ্ঠতাত। ওদের কাছ থেকেই আপনার কথা ছোট বেলা থেকেই শুনে এসেছি।' সেদিন দেখা হওয়ার সাথে সাথেই আমার পিতৃতুল্য এই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটিকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলাম, যে প্রথা আমি আজও মেনে চলি স্যেকুলারিস্ট ও ইহলৌকিক চার্বাক দর্শনে বিশ্বাসী হয়েও।' এ প্রজন্মের আমার দুছেলে কেউ মানে না এ প্রথা।

সেদিনের সেই পরিচয় মুক্তিযুদ্ধকালে আরও নিবির হয়েছে। গাঢ়তর হয়েছে স্বাধীনতা উত্তর কালে। পার্টির আনুষ্ঠানিক সদস্য না হয়েও লাভ করেছি পার্টি সদস্য সম ব্যবহার ও অপার স্নেহসিক্ত ভালবাসা। কিন্তু শত অনুবোধ করেও আমাকে 'তুমি' বলাতে পারিনি আমার এই পিতৃপম শ্রদ্ধেয়

মানুষটিকে। আর একারনেই কোন দিনই তাঁকে 'বড়দা' বা মণিদা বলে সম্বোধনের কথা আমার মনে হয় নি, আমার কাছে তিনি সব সময়ই ছিলেন পিতৃতুল্য। তিনি আমাকে সবসময় 'অধ্যাপক' সম্বোধন করে অমার লজ্জা শতগুন বাড়িয়ে দিতেন। জীবনের শেষদিনগুলোতে মাঝে মাঝে রোগশয্যায় তাঁর পাশে গিয়ে বসতাম, তিনি আমার মাথায় হাত রাখতেন, পিঠে হাতের স্পর্শ দিয়ে স্নেহ উজার করে দিতেন, অথচ হতভাগ্য আমি আরষ্টতার কারণে তাঁকে কোন আশার কথা শোনাতে পারতাম না, যেমনটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রণাঙ্গণ থেকে ফিরে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য - ব্যর্থতার কথা শোনাতাম। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা সেদিন কাছে থাকলে ওদের দেখিয়ে আমাকে বলতেন " ওদেরকে আপনাদের কাছেই রেখে যাি□ছ, ওরাই আমাদের ভবিষ্যৎ।" এমনটিই ছিল তর□নদের প্রতি তাঁর আস্থা।

তার পর হঠাৎ করেই আমার এই প্রিয় পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিটি শুন্যে মিলিয়ে গেলেন আমাদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে এই দিনটিতে।

এই ত্যাগী মহা মানুষটির বিশাল কর্মময় জীবন আমাদের তর□ন প্রজন্মকে জন্ম পরম্পরায় উজ্জীবীত কর□ক পথ ও মত নির্বিশেষে, তাঁর চতুর্দশতম মৃত্যুদিবসে এটিই হোক আমাদের প্রার্থনা।

---

* *মুক্তমনার সক্রিয় লেখক এবং পেশায় অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক*